দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN 29 1999 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সবাই এগিয়ে আসুন ঃ রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সচেতন জনগোষ্ঠীর প্রতি এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ স্কাউটস্-এর জাতীয় কাউন্সিলের ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস্-এর প্রধান জাতীয় কমিশনার মনযূর-উল করীম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস্-এর সভাপতি এম মহবুব উজ্জামান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বাইরের কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করার দাবি উঠেছে সচেতন অভিভাবক ও নাগরিকদের কাছ থেকে। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠগুলোতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে। তাই সচ্ছল পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের বিদেশে পাঠাচ্ছে উচ্চ শিক্ষার জন্য। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর মানুষের মনোভাবের এই অনাস্থা দূর করতে হলে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। রাজনৈতিক প্রভাব বলয় থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করতে পারলে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশে তারা তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, এ জন্য সংস্কারমনা জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে প্রার্থিত জাতীয় অগ্রগতি আশা করা যায় না। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের অন্যতম একটি পথ হচ্ছে স্কাউট আন্দোলন। দেশের যুব সমাজকে সুশৃংখল যুব শক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্কাউটিং চালু করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি স্কাউট আন্দোলনকে সত্যিকার অর্থে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দেশে স্কাউটস্-এর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তার গুণগত মানও বৃদ্ধি করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস্-এর সভাপতি মোঃ মহবুব উজ্জামান তার ভাষণে বলেন, দেশের শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের স্কাউটিং-এর বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। দেশের যুব সমাজকে সৎ, চরিত্রবান, সুশৃংখল, আত্মনির্ভরশীল ও পরোপকারী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। তিনি বলেন, স্কাউটরা লেখাপড়ার সাথে সাথে স্কাউটিং-এর মাধ্যমে একদিকে নিজেদের চরিত্র গঠনের জন্য এবং অন্যদিকে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে রাষ্ট্রপতি ১৯৯৭ সালের জন্য ৪জনকে স্কাউটিং-এর সর্বোচ্চ এওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র এবং আরো ৪জনকে দ্বিতীয় জাতীয় সর্বোচ্চ এওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ প্রদান করেন। রোপ্য ব্যাঘ্র পদক পান নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্কাউটস্-এর জাতীয় কমিশনার এবিএম মাসুদুর রহমান, আলহাজ খয়বর আলী ও আবদুল হক পাটোয়ারী। রৌপ্য ইলিশ পান ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ নিজামউদ্দিন, ডাঃ মির্জা আলী হায়দার, মুহাম্মদ তারেক ও মোঃ তৈমুর রহমান।